

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

23320 - কার হাতে বাইআত করতে হবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: সাহাবায়ে কেরাম যভোবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করছেন, খুলাফায়ে রাশদৌন এর হাতে বাইআত করছেন সভোবে প্রত্যকে মুসলমানকে কী অন্য কোন ব্যক্তির হাতে বাইআত করতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। বাইআত করতে হয় শুধুমাত্র মুসলিম শাসকের হাতে। আহলে হিল্ল ও আকদ তাঁর হাতে বাইআত করবেন। আহলে হিল্ল ও আকদ হচ্ছে- আলমে সমাজ, সম্মানতি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। এ পর্যায়ে ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করার মাধ্যমে তাঁর কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে। সাধারণ মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করতে হবে না। বরং তারা তার আনুগত্য করবে যতক্ষণ না সটো গুনাহর আওতায় না পড়ে।

আল-মাজরে বিলনে: “যারা আহলে হিল্ল ওয়াল আকদ শুধু তারা ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করলে যথেষ্ট; সর্বসাধারণের বাইআত করা ওয়াজবি নয়। প্রত্যকে ব্যক্তিকে সশরীরে তার কাছে হাযরি হয়ে হাতে হাত রাখতে হবে এটা জরুরী নয়। বরং প্রত্যকে তার আনুগত্য করবে, তার কথা মনে চলবে, তার বিরোধিতা করবে না, তার বিপক্ষে যাবে না।”[ফাতহুল বারী থেকে সংকলতি]

ইমাম নবী ‘শরহে সহহি মুসলিম’ গ্রন্থে বলেন: বাইআতের ব্যাপারে সকল আলমে একমত যে, বাইআত শুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রত্যকে ব্যক্তিকে বাইআত করতে হবে এমন কোন শর্ত নাই। আহলে হিল্ল ওয়াল আকদের প্রত্যকে ব্যক্তিকে বাইআত করতে হবে সটোও শর্ত নয়। বরং শর্ত হচ্ছে- আলমে সমাজ, নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে যাদেরকে একত্রিত করা সম্ভব হয় তাদের বাইআত করা...। প্রত্যকে ব্যক্তিকে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে এসে হাতে হাত রেখে বাইআত করতে হবে এমনটা ওয়াজবি নয়। বরং সকলের উপর ওয়াজবি হচ্ছে- রাষ্ট্রপ্রধানের নরিদশে মনে চলা, তার বিরোধিতা না করা, বদিরোহী না হওয়া।” সমাপ্ত

যসেব হাদসি বাইআতের কথা এসছে সেখানে বাইআত দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করা উদ্দেশ্য। যমেন- নবী

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল কিন্তু তার গর্দানে বাইআত নই সবে জাহলেয়াতরে মৃত্যুবরণ করল।” [সহিহ মুসলিম (১৮৫১)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করেছে, হাত দিয়ে ও অন্তর থেকে তার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে সবে যেনে যথাসম্ভব সবে রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করে। যদি কোন লোক এ রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব নিয়ে টানাটানি করতে আসে তখন তোমরা সবে লোকেরে গর্দান ফলে দাও।” [সহিহ মুসলিম (১৮৪৪)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যদি দুইজন খলিফার হাতে বাইআত করা হয় তখন শেষের জনকে হত্যা কর” [সহিহ মুসলিম (১৮৫৩)] এ হাদিসগুলো প্রত্যেকে রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করা সংক্রান্ত; এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নই।

বাভিন্দি দলরে হাতে বাইআত করা সম্ভবকবে এক প্রশ্নরে জবাবে শাইখ সালেহ আল-ফাওয়ান বলেন: বাইআত শুধুমাত্র মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে করতে হবে। এ ছাড়া যত বাইআত আছে এগুলো বদিআত। এ বাইআতগুলো অনৈক্যরে কারণ। একই দেশরে একই রাজ্যরে মুসলমানদের উপর আবশ্যকীয় হলো একজন রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করা। একাধিক বাইআত করা নাজায়ে। [আল-মুনতাকা মনি ফাতাওয়াস শাইখ সালেহ আল-ফাওয়ান ১/৩৬৭]

রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করার পদ্ধতি: পুরুষরে বাইআত করার পদ্ধতি হবে মটৌখিকিভাবে ও কর্মরে মাধ্যমে অর্থাৎ মুসাফাহা করে। আর নারীদের ক্ষেত্রে শুধু মটৌখিকিভাবে। এ পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে সাহাবায়েরে করেমরে বাইআতরে মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। এ বিষয়ে আয়শো (রাঃ) এর উক্তি হচ্ছে- “না, আল্লাহর শপথ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনো কোন নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি। তিনি তাদেরকে মটৌখিকিভাবে বাইআত করাতনে।” [সহিহ বুখারী (৫২৮৮) সহিহ মুসলিম (১৮৬৬)]

ইমমা নববী (রহঃ) হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন: এ হাদিসে মহলাদের হাত না ধরে মটৌখিকিভাবে বাইআত করানোর দলিল রয়েছে এবং পুরুষরে হাত ধরে ও মটৌখিকিভাবে বাইআত করানোর দলিল রয়েছে।” সমাপ্ত

আল্লাহই ভাল জাননে।